ইসালে সাওয়াবের বরকতসমূহ

20 February-2025

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করবে।

(তিরমিযি, কিতাবুল বিতর, বাবু মা জাআ ফি ফদলুস সালাত, ২/২৭, হাদিস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইছালে সাওয়াবের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে “সাওয়াব পৌঁছানো”, একে “সাওয়াব প্রদান করা”ও বলা হয়ে থাকে, কিন্তু বুযুর্গদের জন্য “সাওয়াব প্রদান করা” বলা উচিৎ নয়, “সাওয়াব

পেশ করা” বলাটা অধিক আদব সম্পন্ন। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং অন্যান্য নবী এমনকি অলীদেরও “সাওয়াব প্রদান করা বলাটা” বিয়াদবি, প্রদান করা বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের জন্য হয়ে থাকে বরং নজরানা দেয়া বা হাদিয়া দেয়া বলুন।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৬০৯)

সাওয়াব পৌঁছানোর ৪টি পদ্ধতি

মালিকুল উলামা হযরত আল্লামা জাফর উদ্দীন বিহারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ইছালে সাওয়াবের (সাওয়াব পৌঁছানোর) চারটি পদ্ধতি রয়েছে: (১) বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া (২) রহমত লাভের দোয়া (৩) জানাযার নামায এবং (৪) করবের পাশে দাঁড়ানো ও দোয়া করা।

(দাউরে সাহাবা মে ইছালে সাওয়াব কি মুখতালিফ সুরতেঁ, ৪৫ পৃ:)

কুরআনে করীম থেকে সাওয়াব পৌঁছানো প্রমাণিত

হে আশিকানে রাসূল! কুরআনে করীমে ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি অর্থাৎ মুমিনের জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করার প্রমাণ স্পষ্ট বিদ্যমান, যেমনটি পারা ২৮, সূরা হাশর ১০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيۡنَ جَآءُوۡ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَلِاِخۡوَانِنَا الَّذِيۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِيۡمَانِ

(পারা ২৮, সুরা হাশর, ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যারা তাদের পরবর্তীতে এসে আরয করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের মাফ করে দাও, আর আমাদের সেসব ভাইদের মাফ করে দাও যারা আমাদের পূর্বে বিদায় হয়ে গেছে।

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এখান থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো, প্রথমটি হলো, শুধু নিজের জন্য দোয়া না করা, বড়দের জন্যও দোয়া করা। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বিশেষকরে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ওরস, খতমে কুরআন, খাবার, ফাতিহা ইত্যাদি এসব উচ্চতম বিষয় যে, এতে সেই বুযুর্গুদের জন্য দোয়া রয়েছে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৮/৮৭৩)

হে আশিকানে আউলিয়া! আসুন! আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমায় আমরা ইছালে সাওয়াব অর্থাৎ সাওয়াব পৌঁছানো সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলি ও অন্যান্য বিষয়ে মাদানী ফুল শ্রবণ করি, যেমন

ইছালে সাওয়াবের বরকত

প্রসিদ্ধ সূফী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হয়ে এক মহিলা আরয করলো: "আমার যুবতী মেয়ে মারা গেছে, এমন কোন পদ্ধতি বলুন যে, আমি তাকে স্বপ্নে দেখতে পাব।" তিনি তাকে একটি আমল বলে দিলেন। সে তার মরহুমা কন্যাটিকে এমন অবস্থায় দেখলো যে, তার শরীরে আলকাতরার পোশাক, গলায় শিকল আর পায়ে লোহার বেড়ি! সে হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নের কথা বললো, শুনে তিনি খুবই চিন্তিত হলেন, কিছুদিন পর হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি মেয়েকে স্বপ্নে দেখলেন, যে জান্নাতের মধ্যে ছিল এবং তার মাথায় মুকুট ছিলো। মেয়েটি বললো: "হে হাসান! আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? আমি সেই

www.dawateislami.net

মহিলার কন্যা, যিনি আপনাকে আমার অবস্থার কথা বলেছিলেন।” তিনি বললেন: “কোন কারণে তোমার অবস্থার এই পরিবর্তন, যা আমি দেখতে পাচ্ছি?”মরহুমা বললো: “কবরস্থানের পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাচ্ছিলো আর সে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করলো,তার সেই দরূদ শরীফ পাঠের বরকতে আল্লাহ পাক আমাদের পাচঁ শত পঞ্চাশ (৫৫০) কবরবাসী থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়েছেন।”

(মুকাশিফাতুল কুলুব, আল বাবুস সাবি, ২৪ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! দরূদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে যে ঘটনাটি আমরা শুনলাম, এতে ইছালে সাওয়াবের গুরুত্ব প্রকাশ পায় যে, একটি মেয়ে খুবই ভয়ঙ্করভাবে আযাবে লিপ্ত ছিলো, কিন্তু যখন আল্লাহ পাকের এক বান্দা গমনকালে হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করলো আর সেটার সাওয়াব কবরবাসীদের প্রেরণ করলো, তখন না শুধু সেই মেয়েটি আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো বরং অসংখ্য মৃতেরও আযাব থেকে মুক্তি নসিব হলো। একটু ভাবুন তো! আমাদের প্রতিপালক কিরূপ দয়ালু যে, তিনি শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফের বরকতে অসংখ্য মৃতের আযাব দূরীভূত করে দিলেন, তবে যেই মুসলমান অধিকহারে দরূদে পাক পাঠ করে এবং নেকীর সাওয়াব মরহুম মুসলমানদের প্রেরণ করাতে অভ্যস্ত হবে তবে আল্লাহ পাক ইছালে সাওয়াবকারী এবং যাকে সাওয়াব প্রেরণ করা হলো সবার উপর কিরূপ নেয়ামতের বর্ষণ করবেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, ইছালে সাওয়াবের বিষয়ে অলসতা করার পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে নিজ মরহুমদেরকে দরূদে পাক এবং নেকীর দ্বারা অর্জিত হওয়া সাওয়াব প্রেরণ

করতে থাকা। তাদের জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করতে থাকা, কেননা এটি এমন এক জায়িয ও উত্তম আমল, যার বরকতে মরহুম মুসলমানদের পাশাপাশি জীবিতদেরও উপকার অর্জিত হয়। যেমন

বাহারে শরীয়ত প্রণেতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইছালে সাওয়াব অর্থাৎ কুরআনে মজীদ বা দরূদ শরীফ বা কালিমায়ে তায়্যিবা বা যেকোন নেক কাজের সাওয়ার অপরকে পৌঁছানো জায়িয। আর্থিক বা শারীরিক ইবাদত (আর্থিক ইবাদত হলো সদকা, দান-অনুদান আর শারীরিক ইবাদত হলো নামায, রোযা ইত্যাদি), ফরয ও নফল সবকিছুর সাওয়াব অপরকে পৌঁছানো যাবে, কেননা জীবিতদের ইছালে সাওয়াব দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকে, তবে তার চারপাশে তার পিতামাতা, ভাইবোন, স্বামী-স্ত্রী এবং বন্ধু-বান্ধব অনেকে উপস্থিত থাকে যে, যারা তার সকল দুঃখ কষ্টে সঙ্গ দেয় এবং তার কষ্ট লাগব করার চেষ্টা করে থাকে, অসুস্থ হলে সেবাও করে, কিন্তু যখন এই মানুষই সংকির্ণ ও অন্ধকার কবরে চলে যায় তখন সেখানে না তার পিতামাতা, না ভাই-বোন, না পরিবার পরিজন আর না বন্ধু-বান্ধব তার সাথে থাকে বরং সে কবরে একাই থাকে। কবরে যাওয়ার পর তার উপর যা অতিবাহিত হয়, তার অবস্থা তো সে নিজেই ভাল জানে।

কবরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّار অর্থাৎ নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান বা জাহান্নামের গর্তসমূহের

www.dawateislami.net

মধ্যে একটি গর্ত। **(তিরমিযি ৪/২০৮, হাদিস: ২৪৬৮)** এখন যে কবরে বিদ্যমান আমরা তার সম্পর্কে জানি না যে, কবর তার জন্য জান্নাতের বাগান হলো নাকি مَعَاذَ الله জাহান্নামের গর্ত হলো। কিন্তু আমাদের একজন মুসলমানের প্রতি কল্যাণ কামনার চেতনা রেখে তার জন্য ইছালে সাওয়াব করার অভ্যাস গড়া উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদিসে মুবারাকা থেকে সাওয়াব পৌঁছানোর প্রমাণ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, রাসূলূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আদেশ দিলেন: শিং ওয়ালা ভেড়া নিয়ে আসো, যা কালোতে চলে, কালোতে বসে এবং কালোতে দেখে (অর্থাৎ পা কালো হবে এবং পেট কালো হবে আর চোখ কালো হবে) সেটা কুরবানীর জন্য উপস্থিত করা হলো, তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আয়েশা! ছুরি নিয়ে এসো এবং তা পাথরে ধাঁর করো, অতঃপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছুরি নিলেন এবং ছাগলটিকে মাটিতে শোয়াইয়ে জবেহ করে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে আল্লাহ! তুমি একে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং তাঁর পরিবার ও উম্মতদের পক্ষ থেকে কবুল করুন।

(মুসলিম, কিতাবুল আদহী, বাবু ইস্তিহবাবু ইস্তিহসানুদ দ্বাহিয়া, হাদিস: ১৯, (১৯৬৭), ৮৩৭ পৃ:)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ কুরবানীর সাওয়াবে এদেরও অংশিদার বানিয়ে দিন। এতে জানা গেলো যে, নিজের ফরয ও ওয়াজিবের সাওয়াব অপরকেও প্রেরণ করা যায়, এতে কমবে না। এই হাদিস শরীফ দ্বারা

খাবার সামনে রেখে ইছালে সাওয়াব করার মযবুদ দলিল রয়েছে যে, ছাগল সামনে ছিলো এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটির সাওয়াব নিজের পরিবার এবং উম্মতদের জন্য প্রেরণ করলেন। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৬৮)**

হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে অধিকহারে স্মরণ করতেন এবং অনেক সময় ছাগল জবাই করে এর মাংস টুকরো করতেন আর উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সাথীদের ঘরে প্রেরণ করতেন। **(বুখারি: ২/৫৬৫, হাদিস: ৩৮১৮)**

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অধিকাংশ সময় হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত খাদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর পক্ষ থেকে ছাগল কুরবানী করতেন এবং তাঁকে সাওয়াব প্রেরণ করার জন্য মাংস তাঁর বান্ধবীদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। এই হাদিস শরীফ থেকে কিছু মাসআলা প্রতীয়মান হয়: (১) মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়িয। (২) মৃতকে দান ও সদকার সাওয়াব প্রেরণ করা সুন্নাত। (৩) মৃতের নামে খাবার তার প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের দেয়া উত্তম, এতে মৃতের দ্বিগুন আনন্দ অনুভূত হয়, একটি হলো সাওয়াব পৌঁছার অপরটি তার বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য করার।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪৯৬)

হে আশিকানে রাসূল! জানা গেলো, জীবিতরা মৃতদের বরং যারা এখনো জন্মই নেয়নি তাদের জন্যও ইছালে সাওয়াব করা শুধু জায়িয নয় বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এটাও জানা গেলো! খাবার ইত্যাদি সামনে রেখে সাওয়াব পৌঁছানোও জায়িয আমল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের আমল

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! মনে রাখবেন! সাওয়াব পৌঁছানোর এই ধারাবাহিকতা শুধু হুযুরصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর পবিত্র সত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তাঁদের মরহুম মুসলমানদেরকে সাওয়াব পৌঁছানার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমনটি

হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাতদিন পর্যন্ত মৃতের পক্ষ থেকে খাবার খাওয়াতেন। **(আল হাভী লিল ফাতোয়া, ২/২২৩)**

হযরত সায়্যিদুনা সা'দ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্মানিতা মাতার ইন্তিকাল হলে তিনি প্রিয় নবী(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সম্মানিতা মাতা আমার অনুপস্থিতিতে ইন্তিকাল করেছিলেন, যদি আমি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সদকা করি তবে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করা হলো: তবে আমি আপনাকে সাক্ষী বানিয়ে বলছি যে, আমার বাগান তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম। **(বুখারি, ২/২৪১, হাদিস: ২৭৬২)** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: হযরত সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সম্মানিতা মা ইন্তিকাল করেছেন, (আমি সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য কিছু সদকা করতে চাই **(বাহারে শরীয়ত, ২/৫২১)** তবে কোন সদকাটি তাঁর জন্য উত্তম হবে? ইরশাদ করলেন: পানি (কেননা সেখানে পানির অভাব ছিলো এবং এর অনেক প্রয়োজন ছিলো **(বাহারে শরীয়ত, ২/৫২২)**, তখন তিনি একটি কুপ

www.dawateislami.net

খনন করলেন এবং বললেন: هَذِهٖ لِاُمِّ سَعْدٍ এই কুপ সা'আদ এর মায়ের (ইছালে সাওয়াবের) জন্য।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি ফদলু সাক্বীল মায়ি, ২/১৮০, হাদিস: ১৬৮১)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (মৃতের) পক্ষ থেকে পানি দান করো, কেননা পানি দ্বারা দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার অর্জিত হয়, বিশেষকরে সেসকল গরম ও শুষ্ক এলাকায় যেখানে পানির স্বল্পতা রয়েছে, অনেকে পানির ফোয়ারা লাগায়, সাধারণ মুসলমানেরা খতমে কুরআন ও ফাতিহা ইত্যাদিতে অন্যান্য জিনিসের সাথে পানিও রেখে দেয়, এসবকিছুর উৎস হলো এই হাদিস শরীফ, কেননা এ থেকে জানতে পারলাম যে, পানির সদকা উত্তম।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/১০৪-১০৫)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত রিসালা "ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি" এর ১৫ পৃষ্ঠায় বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে 'এই কূপটি সা'দের মায়ের জন্য' উক্তিটির অর্থ হচ্ছে 'এই কূপটি সা'দের মায়ের ইছালে সাওয়াবের জন্য'। এটার মাধ্যমে বুঝা গেল যে, মুসলমানদের গরু বা ছাগল ইত্যাদি বুযুর্গদের নামের সাথে সম্বোধিত করাতে কোন বাঁধা নেই। যেমন; কেউ বলল: 'এটি সায়্যিদুনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছাগল'। কেননা, এই কথা বলার মাধ্যমে বক্তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই ছাগলটি সায়্যিদুনা গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য। স্বয়ং কুরবানীর পশুকেও তো মানুষ একে অন্যের দিকে সম্বোধিত করে থাকে। যেমন; কেউ কুরবানীর পশু নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল: ছাগলটি কার? তখন সে তো এভাবেই বলে: 'এই ছাগল

আমার’। অথবা বলে ‘আমার মামার’। এ ধরণের উক্তিকারীর বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তো ‘গাউসে পাকের ছাগল’ বলাতেও কোন প্রকার আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রকৃত অর্থে প্রত্যেক কিছুর মূল মালিক একমাত্র আল্লাহ পাকই। আর কুরবানীর ছাগল হোক কিংবা গাউসে পাকেরই হোক, জবাই করার সময় একমাত্র আল্লাহ পাকের নামই উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযত করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামদের আমল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মৃত মুসলমাদের ইছালে সাওয়াব করা, তাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা এবং খাবার ইত্যাদি খাওয়ানো একেবারে জায়িয বরং উত্তম ও পবিত্র পদ্ধতি।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মৃত মুসলমানের নামে ভোজের আয়োজন করে ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তাসাদ্দুক (তথা সদকা) করা নিঃসন্দেহে জায়িয ও মুস্তাহসান (অর্থাৎ পছন্দনীয় আমল) এবং এতে ফাতিহা দ্বারা ইছালে সাওয়াব করা আরও পছন্দনীয় আমল আর দু’টি বিষয়কে একত্র করা অধিক কল্যাণময় (অর্থাৎ কল্যাণের মধ্যে বৃদ্ধি করা)। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৯৫)** প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উত্তম হলো, যাই নেক আমল করে, তার সাওয়াব পূর্বের ও পরের জীবিত ও মৃত মুসলমান বরং সকল মুমিন নর-নারীর জন্য হাদিয়া পাঠান (অর্থাৎ সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিন), সবার নিকট সাওয়াব

পৌঁছে যাবে আর যে (সাওয়াব পৌঁছাবে সে) তাদের সকলের (যাদেরকে সাওয়াব পাঠিয়েছে তাদের) সমান সাওয়াব পাবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৬১৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আলা হযরত! আমাদের সমাজে এরূপ প্রচলন রয়েছে যে, আমরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরকে উপহার দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করি, যখন আমাদের প্রেরিত উপহার যদিও তা সামান্য দামেরই হোক না কেন, তা আমাদের আত্মীয় বা বন্ধু পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে তারা এটা দেখে খুশি হয়, অতঃপর তারাও আমাদেরকে প্রতিদান স্বরূপ উপহার প্রেরণ করে ভালবাসা ও ভক্তির প্রমাণ দেয়, কিন্তু যখন আমাদের আত্মীয় বা বন্ধু মৃত্যুবরণ করে তবে উপহারের আদান প্রদানও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যদিও আমরা চাই তবে ইছালে সাওয়াবের মাধ্যমে এর চেয়েও উত্তম উপহার প্রেরণ করে তাদের আনন্দের উপলক্ষ হতে পারি। জি হ্যাঁ! আমাদের ইছালে সাওয়াব মৃতদের জন্য উপহার হয়ে যায়, যা পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে।

মৃতদের জন্য জীবিতদের উপহার

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কবরে মৃতের অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে থাকে, যে মা-বাবা অথবা সন্তান বা কোন বন্ধুর দোয়ার জন্য গভীর উৎকণ্ঠতায় অপেক্ষমান থাকে অতঃপর যখন দোয়া তার নিকট পৌঁছে তখন তার নিকট এই দোয়া দুনিয়া ও এর সকল নেয়ামতের চেয়ে

www.dawateislami.net

বেশি প্রিয় হয়। আল্লাহ পাক যমিনে বসবাসকারীদের দোয়ায় কবরবাসীদেরকে পাহাড় সমপরিমাণ সাওয়াব দান করেন এবং নিঃসন্দেহে মৃতদের জন্য উপহার হলো "বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া" করা।

(শুয়াবুল ঈমান, আর রাবেউস সুতুন মিন শুয়াবুল ঈমান, ফসলু ফি যিয়ারতিল কুবুর, ৭/১৬, হাদিস: ৯২৯৫)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাননঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের বাক্য "মৃতরা কবরে ডুবন্ত ফরিয়াদীর ন্যায় হয়ে থাকে" এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাধারণ মুসলমানেরা তো নিজেদের গুনাহের কারণে, বিশেষ নেককার মুসলমানেরা এই অনুশোচনার কারণে যে, আমি আরো বেশী নেকী কেন করলাম না, বিশেষ ভালবাসা পোষণকারীরা নিজের প্রিয়দের ছেড়ে যাওয়ার কারণে এমন হয়। তাজা মৃতরা বরযখে এমন হয়, যেমন নতুন কনে শাশুড়বাড়ীতে, কেননা যদিওবা সেখানে সকল প্রকার আরাম আয়েশ থাকে তারপরও মন বাবার বাড়ীর প্রতিই লেগে থাকে, যখন কোন সংবাদ বা কোন ব্যক্তি বাবার বাড়ী থেকে আসে তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না, অতঃপর ধীরে ধীরে মন বসে যায়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে মৃত দ্বারা তাজা মৃতই উদ্দেশ্য, কেননা তারা জীবিতদের উপহারের অপেক্ষায় থাকে, এইজন্যই নতুন মৃতের জন্য দ্রুত নিয়াজ, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম ইত্যাদী দ্বারা স্মরণ করা হয়। জীবিতদের উচিৎ যে, মৃতদেরকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখা, যেন কাল তাকে অন্য মুসলমানরা স্মরণ করে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩৭৩-৩৭৪)**

হে আশিকানে রাসূল! জীবত মানুষের পৌঁছানো সাওয়াব মৃত মুসলমানদের উপহারের আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত উপহার

হযরত সায়্যিদুনা বাশ্শার বিন গালিব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর জন্য অনেক দোয়া করতাম, এক রাতে আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছিলেন: হে বাশশার! তোমার উপহার আমাকে নূরের থালায় রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে পৌঁছানো হয়, যখন জীবিত লোকেরা মৃতদের জন্য দোয়া করে, তখন তাদের সাথে এরূপই হয়, তা গ্রহন করে নূরের থালায় রাখা হয় অতঃপর রেশমী রুমাল দ্বারা আবৃত করে মৃতের নিকট উপস্থাপন করা হয়ে আর যার জন্য দোয়া করা হয়েছে তাকে বলা হয়: অমুক তোমার নিকট এই উপহার প্রেরণ করেছে। **(আত তাযকিরা, বাবু মা ইয়াতবাউল মাইয়্যিতু ইলা কবরিহি, ৮৬ পৃ:)**

سُبْحَانَ الله! আল্লাহ পাক কিরূপ দয়াশীল যে, দুনিয়ায় তো নিজের বান্দাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষণ করে থাকেন কিন্তু যখন কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তবে জীবিতদের দোয়া ও ইছালে সাওয়াবের বরকতে মৃতদেরকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির দৌলত দান করেন, এটাও জানা গেলো যে, ইছালে সাওয়াবকারীর প্রতি রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অনেক আনন্দিত হয় এবং সুসংবাদ দ্বারা ধন্য করেন। মনে রাখবেন! কোন মৃত মুসলমানের জন্য ইছালে সাওয়াব করা প্রকাশ্যভাবে তো নগন্য একটি কাজ, তবে এর বরকত অনেক বেশী, কিন্তু আফসোস! আজকাল আমরা দুনিয়াবী কাজে এতই ব্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের কাছে নিজ মরহুমদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা বা কবরে গিয়ে যিয়ারত ও ফাতিহাখানি করারও সময় নেই, কতই আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী কাজ তো সহজেই করে নিই, কিন্তু যে কাজে স্বয়ং আমাদের এবং আমাদের মরহুমদের অসংখ্য উপকার রয়েছে, সেটাও আমরা কঠিন মনে করি অথবা

গুরুত্বই দিই না, ধরে নেয়া যাক, কারো কাছে সময় আছে, তবে তার ইছালে সাওয়াব করার উপায় জানা নেই, অতঃপর এই কাজের জন্যও ইমাম সাহেব, মুযাজ্জিন সাহেব বা ধর্মীয় ব্যক্তি খোঁজা হয়।

আল্লাহ পাক শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নিরাপদ রাখুক, যিনি আমাদের মতো মানুষদের নির্দেশনা দিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কিতাব ও রিসালা রচনা করেছেন, যেন আমরা তা পাঠ করার মাধ্যমে নিজের দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদি উত্তম রূপে আদায় করতে পারি।

“ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি” রিসালার পরিচিতি

যদি কেউ ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি না জানে তবে চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর “ফাতিহা ও ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি” রিসালাটি সংগ্রহ করে পাঠ করে নিন। যেটা থেকে অনেক কিছু জানার পাশাপাশি ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতিও জানতে পারবেন। এই রিসালাটি নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়ার জন্য উৎসাহ দিন বিশেষকরে ইছালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানগুলোতে (যেমন, কুলকানি, দশম দিবস, চেহলাম, বাৎসরিক ফাতিহা ইত্যাদি) মরহুমের ইছালে সাওয়াবের জন্য এই রিসালাটি বন্টন করুন, এই রিসালাটি দা’ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Downloa) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out) ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ, নিজের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্য গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, অধিকহারে নেকী অর্জন করা এবং নিজ সন্তানদেরও নেকীর প্রতি উৎসাহিত করা, তাদেরও নেককার নামাযী বানানো, কেননা সন্তানকে নেক বানানো, তাদের ইলমে দ্বীনের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা এবং তাদেরকে শরীয়ত অনুযায়ী মাদানী প্রশিক্ষণ করার দ্বারা পিতামাতার যেমন অনেক দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা ও প্রতিদান অর্জিত হয় ঠিক তেমনিভাবে একটি উপকার এটাও অর্জিত হয় যে, যখন পিতামাতা এই দুনিয়া থেকে বিধায় নেয় তখন এই নেককার সন্তানেরা তাদের উপকারের কথা ভুলে যায় না বরং নিজের শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের ইছালে সাওয়াবের জন্য কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা, গরীব ও মিসকিনদের খাওয়ানো, মসজিদ ও মাদরাসা বানানো এবং বিনা হিসাবে ক্ষমার দোয়া করাকে সৌভাগ্য মনে করে, যা কবরে তাদের পিতামাতার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির উপায় হয়।

সাওয়াব পৌঁছানো প্রসঙ্গে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা “কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনাবলি” এর ১১ পৃষ্ঠা থেকে খুব সুন্দর একটি ঘটনা শ্রবণ করুন, যেমন

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত শায়খ আকবর ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক জায়গায় দাওয়াতে গেলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে এক যুবক খাবার আহার করছে, যার ব্যাপারে এটা প্রসিদ্ধ ছিলো যে আল্লাহ পাকের দানক্রমে সে গোপন রহস্য ও কবরের অবস্থাদির ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে থাকে, জান্নাত ও দোযখের অবস্থাদিও সে জানে। খাবার খেতে খেতে সে কাঁদতে লাগলো। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: আমার মা দোযখে জ্বলছে। হযরত শায়খ আকবর মুহিদ্দীন ইবনে

www.dawateislami.net

আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কালিমায়ে তায়্যিবা সত্তর হাজারবার (৭০,০০০) পড়া ছিলো, তিনি সেগুলো তার মায়ের জন্য ইছালে সাওয়াব করে পৌঁছিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই যুবক হেসে উঠলো আর বললো: এখন আমার আম্মাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২ পৃ:, হাদিসের পাদটিকা: ১১৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো সেই যুবকটি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিজের মাকে দোযখে দেখলো তো হযরত ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে কালিমায়ে তায়্যিবার সাওয়াব পৌছিয়ে দেয়ার বরকতে তার মা আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো। মনে রাখবেন! যেই হাদিসে পাকে সত্তর হাজারবার (৭০,০০০) কালিমা পাঠ করার ফযিলত বলা হয়েছে তা হলো: নিশ্চয় যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার (৭০,০০০) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পাঠ করলো: আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দিবেন আর যার জন্য এটা পাঠ করা হয়েছে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৩/২২২, হাদিসের পাদটিকা: ১১৪২)

সুতরাং আমাদের উচিত জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও সত্তর হাজারবার (৭০,০০০) কালিমায়ে তায়্যিবা পাঠ করে নেয়া এবং আমাদের যেই যেই আত্মীয় ইন্তেকাল করেছে তাদের জন্য ইছালে সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেয়া। এই সংখ্যাটি একদিনে ও একই মজলিসে পড়া জরুরী নয় বরং অল্প অল্প করেও পড়তে পারবেন, প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০ বার তো সহজেই পড়তে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জানাযার আহকাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা "মৃত ব্যক্তি অসহায়ত্ব" থেকে জানাযার আহকাম সম্পর্কে শ্রবণ করি: প্রথমে দুইটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করুন: (১): যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি ইন্তেকাল করে, যেসব ব্যক্তি তার জানাযা সাথে নিয়ে চলে আর যারা পেছনে চলে আর যারা তার জানাযার নামায আদায় করে তাদেরকে আল্লাহ পাক আযাব দিতে লজ্জাবোধ করেন। **(ফেরদৌসুল আখবার, ১/২৮২, হাদিস: ১১০৮)** (২) মুমিন বান্দাকে ইন্তেকালের পর সবার আগে যেই পুরস্কার দেয়া হবে তা হলো তার জানাযায় অংশগ্রহন করা সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(মুসনদিল বাযার, ১১/৮৬, হাদিস: ৪৭৯৬)** ✹ জানাযায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, ফরয আদায়, মৃত ব্যক্তি ও তার নিকট আত্মীয়দের মনখুশি ইত্যাদি ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে অংশগ্রহন করা উচিত। ✹ জানাযার সাথে যাওয়ার সময় নিজের পরিণামের ব্যাপারে ভাবতে থাকুন যে, যেভাবে আজ একে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ঠিক এভাবেই একদিন আমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে, যেভাবে একে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হবে ঠিক তেমনিভাবে একদিন আমাকেও দাফন করা হবে। এইভাবে চিন্তাভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ।

ঘোষণা

জানাযার অবশিষ্ট আহকাম তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ২০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট, (৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

জানাযার অবশিষ্ট আহকাম

✸ জানাযা কাঁধে নেয়া সাওয়াবের কাজ, হাদিসে পাকে রয়েছে: "যেই ব্যক্তি জানাযা কাঁধে নিয়ে চল্লিশ কদম হাঁটে তার চল্লিশটি কবিরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" অপর এক হাদিসে পাকে রয়েছে: "যে ব্যক্তি জানাযার খাটিয়ার চারটি পায়া কাঁদে নিবে তাকে আগাম মাগফিরাত দান করা হবে।" **(জাওহিরা, ১৩৯ পৃ:। দুররে মুখতার, ৩/১৫৮, ১৫৯। বাহারে শরীয়ত, ১/৮২৩)** ✸ সুন্নাত হলো এটি যে, একের পর এক চারটি পায়া কাঁদে নেয়া আর প্রতিবার দশ কদম করে চলা। পুরো সুন্নাত হলো এটি যে, প্রথমে মাথার ডান পার্শ্ব কাঁদে নেয়া এরপর ডান পা (অর্থাৎ ডান পায়ের দিকে) এরপর মাথার বাম পার্শ্ব এরপর বাম পায়ের দিক কাঁদে নেয়া আর এইভাবে দশ কদম করে হেঁটে যাওয়া সুতরাং এইভাবে চল্লিশ কদম হয়ে গেলো। **(আলমগিরি, ১/১৬২। বাহারে শরীয়ত, ১/৮২২)** ✸ জানাযা কাঁদে নেয়ার সময় জেনে বুঝে কষ্ট হয় এমন ধরনে মানুষকে ধাক্কা দেয়া যেমনটি কিছু কিছু বড়লোকদের জানাযায় করা হয়ে থাকে এটা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ ✸ স্বামী তার স্ত্রীর জানাযা কাঁদেও নিতে পারবে, কবরেও নামাতে পারবে এবং চেহারাও দেখতে পারবে। শুধুমাত্র গোসল দেয়া ও বিনা প্রতিবন্ধকে হাত লাগানো নিষেধ। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৮১২, ৮১৩)** ✸ জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কালিমায়ে তায়্যিবা অথবা কালিমায়ে

www.dawateislami.net

শাহাদত অথবা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়িয।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/১৩৯ থেকে ১৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচি আসলে পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "হাঁচি আসলে পড়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। যথা:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য। **(খযিনায়ে রহমত, ৫৮ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি?

www.dawateislami.net

৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি?

৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

www.dawateislami.net

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net